দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...

কয়রায় দেড় সহস্রাধিক শিক্ষক-কর্মচারী বেতন ও ঈদ বোনাস তুলতে পারেননি

কয়রা (খুলনা) সংবাদদাতা

কয়রা উপজেলার বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় কর্মরত দেড় সহস্রাধিক শিক্ষক-কর্মচারী ব্যাংক খোলা থাকার শেষ দিনেও ঈদ বোনাস তুলতে পারেননি। এ ছাড়া জুন মাসের বেতনও পাননি তারা। ফলে তাদের ঈদের আনন্দ মাটি হতে চলেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, উপজেলায় এমপিওভুক্ত ৩৭টি স্কুল, ২টি ভোকেশনাল স্কুল, ২৮টি মাদ্রাসা ও ৩টি কলেজে মোট দেড় সহস্রাধিক শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন। ঈদের কেনাকাটার জন্য তারা বেতন ও ঈদ বোনাসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এছাড়া ঈদ বোনাস পুরাতন স্কেলে না নতুন স্কেলে এ ব্যাপারে শিক্ষা অধিদপ্তর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বেশ খানিকটা সময় কেটে যায়। পরে গত ২৭ জুন ঈদ বোনাস ছাড় করা হলেও নির্ধারিত ৩০ জুনের মধ্যে ব্যাংকে স্মারক এসে পৌঁছায়নি। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানরা ব্যাংকে বিলের কাগজপত্র জমা দিতে পারেননি। কাগজপত্র জমা দিতে না পারায় ঈদের আগে বোনাস না পাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা।

বড়বাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শহীদুল ইসলাম সানা বলেন, 'সরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের যেখানে বোনাসসহ বেতনও আগাম দেয়া হয়। সেখানে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের শুধু বোনাসটাও কি একটু আগে দেয়া যেতো না। ছেলেমেয়েদের ঈদের পোশাক কিনে দেয়া তো দূরে থাক, ঈদের স্বাভাবিক বাজারটাও তো অনেক শিক্ষক-কর্মচারীরা করতে পারবেন না বলেও জানান তিনি।

সোনালী ব্যাংক কয়রা শাখার ব্যবস্থাপক মো. ওসমান গনি বলেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ঈদ বোনাসের স্মারক না পৌঁছানোর কারণে বিল জমা নিতে পারিনি। ব্যাংক ছুটি হয়ে যাওয়ায় ঈদের আগে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বোনাস দেওয়া সম্ভব হয়নি।

শিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, হাইকোর্টে রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে শিবগঞ্জে তিনটি মাদ্রাসার সভাপতি পদের রদবদলের কারণে শিক্ষকদের বেতনভাতা তিন মাস যাবৎ বন্ধ রয়েছে। ফলে ৫৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী শুধু মানবেতর জীবন-যাপনই নয়। ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এই ৫৭ জন শিক্ষক পরিবারের সদস্যরা।

শিবগঞ্জ উপজেলার পনেররশিয়া-আটরশিয়া এ কে দাখিল মাদ্রাসা, চরজগনাথপুর আনক কারিগরি দাখিল মাদ্রাসা ও কালিগঞ্জ আনক নাসরিন দাখিল মাদ্রাসার নিয়মিত কমিটির সভাপতি পদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠাতা জেড এ বকুলের মাধ্যমে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করে। ফলে তিনটি মাদ্রাসার সভাপতি পদে রদবদল হয়। গত এপ্রিল মাস থেকে বেতন ভাতার সরকারি অংশ উত্তোলন করতে না পারায় তিনটি মাদ্রাসার ৫৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

কালিগঞ্জ আনক নাসরিন দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা মো. সোহরাব আলী জানান, আমাদের মাদ্রাসার নিয়মিত কমিটি থাকলেও জেডএ বকুল সম্পূর্ণভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কমিটি নেই বলে হাইকোর্টে রিট পিটিশন করে নতুন সভাপতি নিযুক্ত করেছেন। তার পিটিশনের ভিত্তিতে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নতুন সভাপতির স্বাক্ষরে বেতনভাতা উত্তোলন করলে মাদ্রাসা ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে আর ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত হলে মাদ্রাসাটি কোনদিন জাতীয়করণ হবে না। চরজগন্নাথপুর আনক কারিগরি দাখিল মাদ্রাসা ও আট ও পনেররশিয়া একে দাখিল মাদ্রাসারও একই অবস্থা।

এ ব্যাপারে জেড এ বকুলের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের জন্য বারবার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

গাংনী ৯শ শিক্ষক ঈদের আগে বেতন পাননি

গাংনী (মেহেরপুর) সংবাদদাতা

গাংনীতে ৯শ শিক্ষক ঈদের আগে বেতন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়াও প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নতুন স্কেলে উৎসব ভাতা না দিয়ে পুরাতন স্কেলে দেয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, জুন মাসের বেতন ২৬ তারিখের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বোনাস প্রদান করতে সরকার নির্দেশ প্রদান করে। তারপরেও গাংনী শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের অবহেলার কারণে যথাসময়ে হিসাবরক্ষণ অফিসে বিলপত্র জমা না দেয়ায় ওই অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঈদের আগে বেতন ভাতা না পাওয়ায় শিক্ষকগণ ঈদ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অনেক গরিব ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষকরা তাদের স্ত্রী ও ছোট ছেলে-মেয়েরা ঈদের কোনো রকম পোশাক কিনতে পারছে না। এতে এসব শিশুদের মুখের হাসি ম্লান হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা অফিসার আকবর আলী জানান, 'আমাদের অফিসের স্টাফদের আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি ছিল না। অফিসে লোকবলের অভাবে যথাসময়ে বিল এজি অফিসে পুটআপ করা সম্ভব হয়নি।

মোরেলগঞ্জে ঈদ বোনাস তুলতে পারেনি দেড় সহস্রাধিক শিক্ষক-কর্মচারী

মোরেলগঞ্জ (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দেড় সহস্রাধিক শিক্ষক-কর্মচারী তাদের ঈদ বোনাস উত্তোলন করতে পারেনি। এ কারণে অনেক পরিবার ঈদ-আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে। মাউশি থেকে ঈদ বোনাস ছাড়ে দেরি হওয়ায় এ বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে তাদের।

ঈদ-উৎসব-ভাতা জমা ও উত্তোলনের শেষ দিন ছিল ৩০ জুন। ওই দিন বিলের অর্ডার সিট রূপালী ব্যাংকে পৌঁছে। একদিকে বিল জমা দেওয়ার শেষ দিন ও অপরদিকে ব্যাংকের সময়সীমা আড়াইটা পর্যন্ত নির্ধারিত থাকায় অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তড়িঘড়ি বিল জমা দিতে পারলেও বোনাস উত্তোলন করতে পারেনি। আবার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ স্বল্প সময়ে তাঁদের বিল জমা করতে পারেনি। ফলে শত শত শিক্ষক তাদের বোনাস উত্তোলন করতে না পেরে ফিরে গেছেন।

মোরেলগঞ্জ এসবি আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু সালেহ ও এইচভিএস হাজী নূরউদ্দিন দাখিল মাদ্রাসার সুপার আব্দুল লতিফ জানান, তারা তড়িঘড়ি বিল জমা দিতে পারলেও উত্তোলন করতে না পেরে খালি হাতে তাদের বাড়ি ফিরতে হয়েছে। এ ছাড়া, এসব শিক্ষক-কর্মচারীরা জুন মাসেরও বেতন-ভাতা পাননি।

রূপালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানায়, সময় স্বল্পতার কারণে শিক্ষক-কর্মচারীদের উৎসব-ভাতা প্রদানে অন্তরায় ছিল।